بسم الله الرحمن الرحيم

এক লক্ষ মুফতি, উলামা ও আইম্মার দস্তখতসম্বলিত

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী মানবকল্যাণে শান্তির ফতওয়া

উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায়

বাংলাদেশ জমিয়তুল উলামা

এক লক্ষ মুফতি, উলামা ও আইম্মার দস্তখত সম্বলিত

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী মানবকল্যাণে শান্তির ফতওয়া

প্রথম প্রকাশ
২৩ শাবান ১৪৩৭ হিজরি
৩১ মে ২০১৬ ঈসায়ী
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায়
বাংলাদেশ জমিয়তুল উলামা
১১৫৮/২, খিলগাঁও, চৌধুরীপাড়া, ঢাকা, ১২১৯।
মুঠোফোন : ০১৭৭৭-৪৪৭৭২৪, ০১৭৭৬-০০০২০০

আল কুরআনের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَ مَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ط

কোনো প্রাণ হত্যা বা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করা ব্যতীত কেউ কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকে হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সব মানবের প্রাণ রক্ষা করলো। সূরা মায়েদা : আয়াত ৩২

لاَ تُفْسِدُوْا فِى الاَرْضِ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

তোমরা সন্ত্রাস ও দুর্যোগ সৃষ্টি করো না সূরা আরাফ : আয়াত ৭৭

নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না সন্ত্রাস ও দুর্যোগ সৃষ্টিকারীদের।

সূরা কাসাস : আয়াত ৮৫
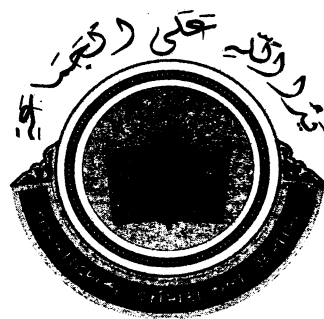
মানবকল্যাণে শান্তির ফতওয়া

বিঃ দ্রঃ চার হাজারের অধিক পৃষ্ঠা সম্বলিত আলিম, মুফতি ও ইমামগণের দস্তখতযুক্ত ত্রিশ খণ্ডের বিন্যস্ত ফতওয়া-এর মূল কপি আমাদের নিকট সংরক্ষিত আছে।

এক লক্ষ আলিম, মুফতি ও ইমামগণের
ফাতওয়া ও দস্তখত সংগ্রহ কমিটি

আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ	আহ্বায়ক
আল্লামা আলীম উদ্দীন দুর্লভপুরী	সদস্য
মাওলানা হোসাইন আহমদ	”
মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাইফী	”
মাওলানা ইমদাদুল্লাহ কাসেমী	”
মাওলানা আইয়ুব আনসারী	”
মাওলানা মুফতি ইবরাহীম শিলাস্থানী	”
মাওলানা মুফতি আবদুল কাইয়ুম খান	”
মাওলানা যাকারিয়া নোমান ফয়জী	”
মাওলানা আরীফ উদ্দীন মারুফ	
মাওলানা হুসাইনুল বান্না	
মাওলানা সদরুদ্দীন মাকনুন	যুগ্ম সদস্য সচিব
মাওলানা আবদুর রহীম কাসেমী	সদস্য সচিব

যারা এই ফতওয়ায় দস্তখত সংগ্রহে বিশেষ অবদান রেখেছেন

মাওলানা আশরাফ আলী, কুমিল্লা
মুফতি রুহুল আমীন, গোপালগঞ্জ
মাওলানা সুলতান যওক নদভী, চট্টগ্রাম
মুফতি আবদুল হালিম বোখারী, চট্টগ্রাম
মাওলানা রুহুল আমীন খান উজানবী, ঢাকা
মুফতি আবদুস সালাম চাটগামী
মুফতি নুরুল হক, সিলেট ।
মাওলানা মুফতি নুমান ফয়জী, চট্টগ্রাম
মুফতি আবুল কাসেম, খুলনা
মাওলানা আবদুল হক, মোমেনশাহী
মুফতি সৈয়দ ফয়জুল করীম, বরিশাল
মাওলানা ইয়াহইয়া মাহমুদ, ঢাকা
মাওলানা আসআদ আল হুসাইনী, ঢাকা
মুফতি সাঈদ আহমদ. ফেনী
মুফতি মুহাম্মদ আলী, ঢাকা
মাওলানা আরীফ উদ্দীন মারুফ, ঢাকা
মাওলানা হুসাইন মুহাম্মদ ইউনুস, বান্দরবান
মাওলানা জাহেদুল্লাহ, চট্টগ্রাম
মাওলানা জসীমউদ্দীন নদভী, চট্টগ্রাম
মাওলানা আবদুল হক হক্কানী, বগুড়া
মুফতি নজরুল ইসলাম, সিরাজগঞ্জ

মুফতি তাজুল ইসলাম কাসেমী, মোমেনশাহী
মাওলানা হুসাইনুল বান্না, ঢাকা
মাওলানা সাঈদ নিজামী, কিশোরগঞ্জ
মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন, কিশোরগঞ্জ
মাওলানা উবায়দুর রহমান, মোমেনশাহী
মাওলানা আবদুল আলীম ফরিদী, ফরিদপুর
মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান, পিরোজপুর
মাওলানা বাহরুল্লাহ নদভী, নোয়াখালী
মাওলানা মাসউদুল কাদির, ঢাকা
মুফতি সাইফুল ইসলাম, ফেনী
মুফতি রিয়াজুল ইসলাম, গোপালগঞ্জ
মাওলানা মাহবুবুর রহমান, নেত্রকোনো
মুফতি মোহাম্মদ উল্লাহ, নেত্রকোনা
মাওলানা মুহাম্মদ শোয়াইব, ঢাকা
মাওলানা মাবরুরুল হক. হবিগঞ্জ
মাওলানা জাবের আল হুদা চৌধুরী, হবিগঞ্জ
মাওলানা শফিকুল ইসলাম, বাহ্মণবাড়িয়া
মাওলানা আনাস, ভোলা
মাওলানা আবুল ফাতাহ, ভোলা
মাওলানা আবদুল্লাহ শাকির, সিলেট
মাওলানা হাবিবুল্লাহ মাহমুদ, ঢাকা
মাওলানা কাজী আবুল কালাম সিদ্দিক, চট্টগ্রাম
মাওলানা মুহাম্মদ নূর আনওয়ারী, চট্টগ্রাম
মাওলানা শোয়াইব রশিদ, কক্সবাজার
মাওলানা নুরুল আলম, কক্সাবাজার
মাওলানা ফাইসাল ইউনুস, চট্টগ্রাম
মাওলানা মাহমুদ মোজাফ্ফর, চট্টগ্রাম
মাওলানা আশরাফুর রহমান, বান্দরবান
মুফতি নাঈমুল হাসান, মুন্সিগঞ্জ
মাওলানা তামজিদ, ঢাকা
মাওলানা হুমায়ুন কবির, টাঙ্গাইল
মাওলানা জামিল আহমদ, ফরিদপুর
মাওলানা শওকত সরকার, নরসিংদী
মাওলানা আমির হামজা, মোমেনশাহী
মাওলানা শরফউদ্দীন, ফরিদপুর
মাওলানা তৈয়ব উল্লাহ, বাহ্মণবাড়িয়া
মাওলানা লিয়াকত আলী, ঢাকা
জনাব এলাহী নেওয়াজ, নারায়ণগঞ্জ
মাওলানা আফসারুজ্জামান কাসেমী, গাজীপুর
মাওলানা আবদুর রহীম, গাজীপুর
মাওলানা মুহাম্মদ জুনাইদ, লক্ষীপুর
মাওলানা ওয়াহিদুল ইসলাম, পঞ্চগড়
মাওলানা আবূ বকর, বাগেরহাট

মাওলানা হাবিবুর রহমান খান, সাতক্ষীরা
মাওলানা মুজাহিদ আলী, হবিগঞ্জ
মুফতি আনোয়ার আমির, হবিগঞ্জ
মাওলানা আবূ সুফিয়ান, মৌলভীবাজার
মাওলানা নোমান আহমদ, মৌলভীবাজার
মাওলানা আবিদুর রহমান, মৌলভীবাজার
মাওলানা আবদুস সালাম, সিলেট
মাওলানা আসাদ, সিলেট
মাওলানা যাকারিয়া , সিলেট
মাওলানা মারূফ আল জাকির, সিলেট
মাওলানা ফারুক হোসাইন, কিশোরগঞ্জ
মুফতি মুতিউর রহমান, সিলেট
মাওলানা ইহতেশামুল হক, কুমিল্লা
মাওলানা সুলতান, কুমিল্লা
মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান, ঢাকা
মাওলানা আবদুল বারী, শেরপুর
মাওলানা নূরুদ্দীন, টাঙ্গাইল
মাওলানা আবদুল হাকিম, নারায়ণগঞ্জ
মাওলানা ইসরাফিল, ভোলা
মাওলানা আবদুশ শাকুর, মৌলভীবাজার
মাওলানা জহির বিন রুহুল, সুনামগঞ্জ
মাওলানা জুবায়ের আহমদ, সুনামগঞ্জ
মাওলানা মামুন, চাঁদপুর
মাওলানা শফিকুল ইসলাম, মোমেনশাহী
মাওলানা সাইদুর রহমান, চাঁদপুর
মাওলানা উমর ফারুক, রাজশাহী
মাওলানা সালমান হোসাইন, রংপুর
মাওলানা মাকসুদুর রহমান, নীলফামারী
মাওলানা সৈয়দ আমীন, কক্সবাজার
মাওলানা ইকরামুল হক, বাড্ডা
মাওলানা কারী ইসমাঈল হোসেন, দিনাজপুর
মুফতি মিজানুর রহমান, বরিশাল
মুফতি আহমাদুল্লাহ, বরিশাল
মাওলানা হেলাল উদ্দীন, মানিকগঞ্জ
মাওলানা মোশাররফ হোসাইন, জামালপুর
মাওলানা নুরুল হক, রাঙ্গামাটি
মাওলানা আনোয়ার, খাগড়াছড়ি
মুফতি ফয়জুল্লাহ আমান, মাগুরা
মাওলানা খুরশেদ আলম কাসেমী, শরীয়তপুর
মাওলানা মুশতাক আহমদ, হবিগঞ্জ
মাওলানা মাহমুদ, রাজশাহী
মাওলানা আশেক, চট্টগ্রাম
মাওলানা শামছুল হুদা, রাজশাহী প্রমুখ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الصلوة والسلام على
سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه
واتباعه اجمعين ٥ اما بعد

প্রসঙ্গকথা

ইসলাম শান্তিবাদী, উদার, সহিষ্ণু এবং অসাম্প্রদায়িক এক ভারসাম্যপূর্ণ সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা। মহান রাব্বুল আলামীন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন সারা আলমের প্রতিটি বস্তুর জন্য রহমত এবং করুণার আধার হিসেবে। তাঁর এবং তাঁর সঙ্গী সাহাবীগণের জীবনে মানুষের প্রতি কল্যাণকামিতার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। অতীব পরিতাপের বিষয় আজ কতিপয় দুষ্কৃতিকারী নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে মহাগ্রন্থ কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামের নামে বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাস ও আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। মানুষের চোখে ইসলামকে একটা বর্বর নিষ্ঠুর ও সন্ত্রাসী ধর্মরূপে চিত্রিত করছে। এতে সরলমনা কেউ কেউ বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে। এই উগ্রজঙ্গিবাদিরা মূলত ইসলাম ও মুসলিমদেরই শত্রু নয়, মানবতার শত্রু। ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, আফ্রিকার দেশসমূহ কিভাবে ছাড়খার হয়ে যাচ্ছে তা আজ কারও অজানা নেই। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশও আজ হুমকির সম্মুখীন।

বিষয়টি স্পষ্ট যে এদের হৃদয় বৈকল্য বিদূরিত করা না গেলে কেবল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে এদের দমন করা সম্ভব নয়। কারণ এই সন্ত্রাসীরা তো ধর্মের নামে আত্মদানে প্রস্তুত। তাদের চৈতন্যের বিভ্রম দূর করা দরকার সবার আগে। ইসলামের সঠিক ও বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা তুলে ধরে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষে তা করা সম্ভব। মুসলিম সমাজে ফতওয়া অর্থাৎ কুরআন হাদীসের আলোকে মুফতি ও ধর্মবেত্তাদের সুচিন্তিত পরামর্শ ও মতামতের গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যাদিতে আজো বিপুলসংখ্যক মানুষ আলিম ও মুফতিগণের দ্বারস্ত হন এবং তাদের ফতওয়ার অনুসরণ করেন। সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে ইসলাম ও মুসলিমদের কঠিন অবস্থান তুলে ধরার মানস থেকে এক লক্ষ দেশ বরেণ্য আলিম, মুফতি ও ইমামগণের দস্তখতসহ ফতওয়া সংগ্রহ ও তা প্রকাশের চিন্তা আসে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিত সামনে নিয়ে বিগত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে জনাব আইজিপি একেএম শহীদুল হকের সভাপতিত্বে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে দেশখ্যাত ধর্মীয় নেতাদের

একটা সভা হয়। এতে বিভিন্ন জেলার ৪০ জন আলিম ও মুফতিগণ উপস্থিত ছিলেন। এতে প্রথম আমি এই বিষয়ে একটা প্রস্তাব তুলে ধরি। সবাই এর গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং এতে ঐকমত্য পোষণ করেন। এতে আমি খুবই উৎসাহিতবোধ করি এবং ২ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে আলিম ও মুফতিগণের প্রতিনিধিত্বশীল অরাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়তুল উলামার উদ্যোগে ইকরা বাংলাদেশ ময়দানে আলিম ও মুফতিগণের একটা সম্মেলন আহ্বান করি। উক্ত সম্মেলনে ৩ শতাধিক প্রখ্যাত আলিম মুফতি ও ইমাম অংশগ্রহণ করেন।

এতে ইস্তিফতা ও ফতওয়ার একটা খসড়া পেশ করা হয়। দিনব্যাপী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর কিছু সংশোধনীসহ খসড়াটি সর্বসম্মতিক্রমে চূড়ান্ত করা হয় এবং আমাকে আহ্বায়ক করে ১৩ সদস্যের 'এক লক্ষ আলিম, মুফতি ও ইমামগণের ফতওয়া ও দস্তখত সংগ্রহ কমিটি' নামে একটা পরিষদ গঠন করা হয়।

এক লক্ষ আলিম, মুফতি ও ইমামগণের ফতওয়া ও দস্তখত সংগ্রহ কমিটি

আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ	আহ্বায়ক
আল্লামা আলীম উদ্দীন দুর্লভপুরী	সদস্য
মাওলানা হোসাইন আহমদ	"
মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাইফী	"
মাওলানা ইমদাদুল্লাহ কাসেমী	"
মাওলানা আইয়ুব আনসারী	"
মাওলানা মুফতি ইবরাহীম শিলাস্থানী	"
মাওলানা মুফতি আবদুল কাইয়ুম খান	"
মাওলানা যাকারিয়া নোমান ফয়জী	"
মাওলানা আরীফ উদ্দীন মারুফ	
মাওলানা হুসাইনুল বান্না	
মাওলানা সদরুদ্দীন মাকনুন	যুগ্ম সদস্য সচিব
মাওলানা আবদুর রহীম কাসেমী	সদস্য সচিব

উক্ত কমিটি প্রতিটি জেলায় একটা করে জেলা সমন্বয় কমিটি গঠন করে। তৃণমূল পর্যন্ত কমিটি গঠন করে ফতওয়া ও দস্তখত সংগ্রহের কাজ পরিচালনা করতে ঐ জেলা কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয়। আলিম, মুফতি ও ইমামগণের দস্তখত সংগ্রহের জন্য একটা ফরম প্রস্তুত করা হয়, এতে নাম, মোবাইল নম্বর ও দস্তখত এই তিনটি ঘর রাখা হয়। ডিজিটাল ব্যবস্থার কল্যাণে মোবাইল নম্বরেই গ্রাহকের ঠিকানা পাওয়া যায়। তাই আলাদা করে ঠিকানা লেখার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। তদুপরি বিষয়টি অনেক প্রলম্বিত হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা ছিলো। ঐ দস্তখতসমূহ জেলাওয়ারী বিন্যস্ত করা হয় এবং গণনার সুবিধার জন্য প্রতি শিটে পঁচিশটি করে দস্তখত নেয়া হয়।

সুখের বিষয় হলো, আমাদের দেশে মহিলাগণের মাঝেও বিপুলসংখ্যক আলিম ও মুফতির আবির্ভাব ঘটেছে। এই ফতওয়ায় মহিলা আলিম ও মুফতিগণেরও দস্তখত নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে বেশ সাড়াও পাওয়া গেছে। বর্তমান বিশ্বে এটা একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়া সংযোজন। উক্ত কমিটি এই বিষয়ে প্রদত্ব দারুল উলূম দেওবন্দ ভারত, মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, ইসালামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা, ঢাকা, চরমোনাই জামিআ রশিদিয়া ইসলামিয়া, শায়খ যাকারিয়া রিসার্চ সেন্টার কুড়িল, ঢাকা, বাংলাদেশ ও ইন্ডিয়াসহ বিশেষ কতিপয় ইসলামী প্রতিষ্ঠানের ফতওয়াও সংগ্রহ করে। এগুলো এখানে পত্রস্ত করা হয়েছে।

৩ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে দস্তখত সংগ্রহ অভিযান শুরু হয় এবং ৩১ মে ২০১৬ তারিখে এক লক্ষ দস্তখত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ হয়; সকল প্রশংসা আল্লাহর। এটি তাঁরই প্রদত্ব তাওফীক। আল্লাহ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানব কল্যাণের বিপুল আগ্রহে মুফতিগণ, আলিম ওলামা ও আইম্মা কেরাম বিপুল ক্লেশ স্বীকার করে আল্লাহর রহমতে এই দুরূহ কাজটি আঞ্জাম দেন। কাজটি সহজ ছিলো না। দস্তখতের জন্য আলিম, মুফতি ও ইমামগণের দ্বারে দ্বারে স্বশরীরে উপস্থিত হতে হয়েছে। বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রভাব তুলে ধরতে হয়েছে পরে হয়তো দস্তখত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। আমরা তাদের পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করবো তো দূরের কথা রাহা খরচটাও যথাযথ দিতে পারিনি। অনেক স্থানে তারা বিরূপ সমালোচনারও সম্মুখীন হয়েছেন। আল্লাহকে খুশি করতে, ইসলামের খাতিরে, মানবতার খাতিরে অম্লান বদনে তারা সব সয়েছেন। একমাত্র আল্লাহর তাওফীক, তাঁর রহমত এবং নুসরতেই এত অল্প সময়ে ও ব্যয়ে কাজটা সম্পাদিত হয়েছে। কাজ করতে গিয়ে পদে পদে আল্লাহর নুসরত ও সহস্র বরকত আমরা পেয়েছি ও দেখেছি। আমাদের ইয়াকীন আল্লাহ পাক এই কাজটি কবূল করেছেন। নইলে এত সহজে তা সমাধা হতো না।

৩০ খন্ডে ফতওয়া ও দস্তখতসমূহ গ্রন্থবদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের পরিকল্পনা হলো, জাতিসংঘ ও ওআইসিকে একটি করে কপি এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তে একটি করে কপি অর্পণ করবো ইনশাআল্লাহ। আমরা ইতোমধ্যে এই ফতওয়ার একটা ইংরেজী, আরেকটা আরবি ভার্সনও প্রস্তুত করেছি।

মুফতি, আলিম ও ইমামগণসহ নাগরিক সমাজ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, বুদ্ধিজীবী, সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরে আমরা বিপুল সমর্থন ও আগ্রহ দেখেছি। বিশেষ করে দেশী ও আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা, বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা, দয়া চাপলেসহ সবধরনের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংবাদ কর্মীবৃন্দ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন এর কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার ও আমাদের সাথীদের নেই। সবাইকেই আল্লাহ পাক নেক বদলা দিন, মঙ্গল করুন এই দুআ রইলো।

সকল পর্যবেক্ষক আমাদের উৎসাহিত করেছেন। তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বিপুলসংখ্যক ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের এই ব্যাখ্যা অবশ্যই বিরাট অবদান রাখবে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের মর্যাদা শীর্ষমার্গে নিয়ে যাবে। এই ধরনের বিরাট কাজ আজ পর্যন্ত পৃথিবীর আর কোথাও কখনও হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। কিছু কিছু সমস্যার সম্মুখীন যে হতে হয়নি তা নয়। তিন শ্রেণী থেকে আমাদের বাধাগ্রস্ত হতে হয়েছে। জামাত, শিবির ও জঙ্গীবাদী গোষ্ঠী, আমরা জেহাদের বিরুদ্ধে কাজ করছি এই

অপবাদ তুলে ফেসবুকসহ সামাজিকমাধ্যমসমূহে এরা নানা ধরনের অপপ্রচার চালিয়েছে। আরেক দল এমন যারা বিষয়টি সমর্থন করেছে কিন্তু জঙ্গীবাদের হামলার শিকার হওয়ার আতঙ্কে দস্তখত করতে চাননি। আর এই আতঙ্ক তারা প্রচার করেছেন। আরেক শ্রেণি হলো হিংসুকদের। আল্লাহ পাক মেহেরবানী করে সব বাধা কাটিয়ে কাজটি অগ্রসর করে দিয়েছেন। দুআ করি, আল্লাহ পাক সবাইকেই হেফাজত করুন। আমীন।

প্রশ্ন হতে পারে ফতওয়ায় কি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ ঠেকানো যাবে? আমরা দৃঢ়কণ্ঠে বলতে চাই লক্ষ অস্ত্রের চেয়েও ফতওয়ার শক্তি অনেক ধারালো। মনোচেতনা মানব কর্মের মূল উৎস। সঠিক ফতওয়া সেই মনো চেতনাকে শুদ্ধ করে, আলোড়িত করে, মানবতাবাদি বানায়। মুসলিম সমাজে ফতওয়ার ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব অনস্বীকার্য। ধর্মের নামে সন্ত্রাস যারা করছে তারা বেহেশত লাভের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তা করছে। এটা যে বেহেশতের নয় জাহান্নামের পথ তা যখন বুঝতে পারবে নিশ্চয় তারা এ পথে পা বাড়াবে না। সুতরাং মানবকল্যাণ ও শান্তির ফতওয়ার এই বারতা সন্ত্রাস পুরোপুরি ঠেকাতে না পারলেও এতে যে তা বহুলাংশে হ্রাস পাবে তাতে সন্দেহ নেই। সন্ত্রাসের মদদদাতারা এতে হতোদ্যম হবে দ্বিধাহীনভাবে তা বলা যায়। কিন্তু যারা জাগতিক স্বার্থ সামনে রেখে অর্থ, নারী, ক্ষমতার জন্য হিংস্রতা বর্বরতাকে অবলম্বন বানিয়েছে, কুরআন পাকের ভাষায় 'অন্তরে যাদের মরচে পড়েছে তাদের কথা স্বতন্ত্র। আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন।

প্রিয় এই মাতৃভূমিতে বর্গিরা বারবার হামলা চালিয়েছে, ফিরিঙ্গিরা ছাড়খার করেছে, জলদস্যুরা বিপর্যস্ত করতে চেষ্টা করেছে কিন্তু ভূমি সন্তানরা হার মানে কি কখনো? দৃঢ় কদমে স্বর্গীয় দার্ঢ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। শান্তির দেশ, সহ অবস্থানের দেশ, এই প্রিয় দেশ সব বিপন্নতা কাটিয়ে আল্লাহর রহমত ও রাহনুমায়ীর কৃপায় জেগে উঠবে বারবার, জগৎসভায় স্থান করে নিবে আপন মহিমায়। শঙ্কার কিছু নেই। আল্লাহ সহায়।

ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন

ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ
সভাপতি, বাংলাদেশ জমিয়তুল উলামা
আহ্বায়ক, একলক্ষ আলিম, মুফতি ও ইমামগণের ফতওয়া ও দস্তখত সংগ্রহ কমিটি

ইস্তিফতা ও এর উত্তর

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الصلوة والسلام على
سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه
واتباعه اجمعين o اما بعد

মুহতারাম মুআয্‌যায উলামা, মাশাইখ, আইম্মা ও মুফতি সাহেবানের নিকট বিনীত ইস্তিফতা ও জিজ্ঞাসা

বর্তমানে ক্ষুদ্র একটা গোষ্ঠী সারা পৃথিবীতে ইসলামের নামে আতঙ্ক ও সন্ত্রাসসৃষ্টি করে চলেছে। এরা মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে নির্বিচারে নিরপরাধ ও অসহায় নারী পুরুষ, বৃদ্ধ শিশু হত্যা করে যাচ্ছে। এমনকি মসজিদ ও ধর্মীয় উপাসনালয়ে নামাজরত বা প্রার্থনারত মানুষকেও হত্যা করছে। আত্মঘাতী বোমা মেরে নিজেকে উড়িয়ে দিয়ে তা শহীদী মৃত্যু বলে ঘোষণা দিচ্ছে। এই হিংস্রপন্থাকেই তারা জান্নাত লাভের পথ বলে বিশ্বাস করছে। তারা দলীল হিসেবে বলে, কুরআনে নির্দেশ রয়েছে, যেখানেই পাও তোমরা কাফিরদের হত্যা করো। সূরা তাওবা : আয়াত ০৫

হাদীসে আছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীকার না করা পর্যন্ত আমি লড়াই করতে নির্দেশিত হয়েছি। বুখারী ও মুসলিম
এইসব কর্মকাণ্ডকে তারা কুরআন ও সুন্নাহনির্দেশিত জেহাদ বলে ঘোষণা করছে এবং বলছে হাদীসের নির্দেশ অনুসারে কিয়ামত পর্যন্ত এ ধরনের জিহাদ চলবে।
এতদপ্রেক্ষিতে সম্মানিত উলামা ও মাশায়েখে কেরাম, আইম্মা এবং মুফতি সাহেবানের কাছে আমাদের জিজ্ঞাস্য হলো,

১. মহান শান্তির ধর্ম ইসলাম কি সন্ত্রাস ও আতঙ্কবাদী কর্মকান্ডকে সমর্থন করে?
২. নবী রাসূলগণ বিশেষ করে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এই ধরনের হিংস্র ও বর্বর পথ অবলম্বন করে ইসলাম কায়েম করেছেন?
৩. ইসলামে জেহাদ আর সন্ত্রাস কি একই জিনিস?
৪. সন্ত্রাসসৃষ্টির পথ কি বেহেশত লাভের পথ না জাহান্নামের পথ?
৫. আত্মঘাতী সন্ত্রাসীর মৃত্যু কি শহীদী মৃত্যু বলে গণ্য হবে?
৬. ইসলামের দৃষ্টিতে গণহত্যা কি বৈধ?
৭. শিশু, নারী, বৃদ্ধ নির্বিশেষে নির্বিচার হত্যাকান্ড ইসলাম কি সমর্থন করে?
৮. ইবাদতরত মানুষকে হত্যা করা কোন ধরনের অপরাধ?
৯. অমুসলিমদের উপাসনালয় যথা গির্জা, মন্দির, প্যাগোডা ইত্যাদিতে হামলা করা কি বৈধ?
১০. সন্ত্রাসী ও আতঙ্কবাদীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা ইসলামের দৃষ্টিতে সকলের কর্তব্য কি না?

উক্ত প্রশ্নগুলোর জবাবে
কুরআন ও হাদীস-এর আলোকে ফতওয়া

এক নং প্রশ্ন : মহান শান্তির ধর্ম ইসলাম কি সন্ত্রাস ও আতঙ্কবাদী কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে?

উত্তর : ইসলাম কখনো সন্ত্রাস সমর্থন করে না। অধিকন্তু সন্ত্রাস, হিংসা, হানাহানি নির্মূল করার জন্যই মহান ধর্ম ইসলামের আবির্ভাব। ইসলাম শান্তি ও ভালোবাসার ধর্ম।

هو الملك القدوس السلام○

তিনি অধিপতি, চির পূতপবিত্র, শান্তি বিধাতা। সূরা হাশর : আয়াত ২৩

ياأيهاالذين امنواادخلوا في السلم كافة○

হে ইমানদারগণ, তোমরা শান্তির পথ ইসলামে প্রবেশ করো। সূরা বাকারা : আয়াত ২০৮

لهم دار السلام عندربهم○

তাদের প্রভূর নিকট তাদের জন্য রয়েছে শান্তির নিবাস। সূরা আনআম : আয়াত ১২৭

وان جنحو اللسلم فاجنح لها وتوكل على الله○

তারা যদি শান্তি-সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয় তুমিও সে দিকে আগ্রহ প্রদর্শন করবে। আর ভরসা করবে আল্লাহর। সূরা আনফাল : আয়াত ৬১

والله يدعوا إلى دار السلام○

আল্লাহ শান্তির ভূবনে আহ্বান করেন। সূরা ইউনুস : আয়াত ২৫

ইসলাম কেবল মানুষ নয় সব প্রাণী ও জীবজন্তুর নিরাপত্তা দেয়

.روي مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم امربها فأحرق بالنار فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الامم تسبح. مسلم

ইমাম মুসলিম রহ. হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনা করেন, "কোন এক গাছের নিচে একজন নবী অবস্থান করছিলেন। এমন সময় একটি পিঁপড়া তাঁকে কামড় দেয়। তাঁর সামান সরায়ে নীচ থেকে পিঁপড়াটিকে বের করে আনা হলো। অতঃপর তিনি পিঁপড়াটিকে পুড়িয়ে মারতে আদেশ দিলেন। সেটি আগুনে পুড়িয়ে মারা হলো। আল্লাহ ওহী পাঠালেন, একটি পিপিলীকা তোমাকে কেটেছে অথচ তুমি পুরো একটি সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিলে যারা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে? সহীহ মুসলিম ২ : ২৩৬

عن عبد الرحمن بن عبدالله عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجائت الحمرة فجعلت[৪৭] تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورآي قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه؟ قلنا نحن، قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنارالارب النار. أبو داود باب كراهية حرق العدو بالنار .

আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রয়োজন সারতে গেলেন। অতঃপর আমরা দুটি বাচ্চাসহ একটি পাখি দেখতে পেলাম। আমরা তার বাচ্চা দুটিকে ধরে ফেললাম। তখন পাখিটি এসে ডানা ঝাপটাতে লাগলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে বললেন, কে এই পাখির বাচ্চাকে ধরে রেখে একে আতংকিত করছে, এর বাচ্চা একে ফিরিয়ে দাও।
সে সফরে আমরা একবার পিপীলিকার একটা ডিবি জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা দেখে বললেন, কারা এই ডিবি জ্বালিয়েছে? বললাম, আমরা জ্বালিয়েছি। তখন তিনি বললেন, আগুনের স্রষ্টা ছাড়া অন্য কারো জন্য আগুনে জ্বালিয়ে মারা জায়েয নেই। আবু দাউদ, ২/৩৬৩

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب[৪৮] يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل ابئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال في كل كبد رطبة أجر. أخرجه مسلم باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো, পথিমধ্যে তার প্রচন্ড পিপাসা পেলো, সে একটি কুয়া পেলো, কুয়ায় নেমে পানি পান করে আবার ওঠে এল। হঠাৎ দেখতে পেলো একটি কুকুর পিপাসায় জিহ্বা বের করে কাদা চাটছে।

লোকটি তখন মনে মনে বললো, পিপাসায় যেমন কষ্ট আমার হয়েছিল, তেমন কুকুরটিও কষ্ট পাচ্ছে। তা ভেবে সে কূপে নামলো এবং তার চামড়ার মোজায় পানি ভরে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে উপরে উঠে এলো এবং কুকুরটিকে পরিতৃপ্ত করলো। আল্লাহ তায়ালা তার এই কাজে খুশি হলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, বোবা প্রাণির সেবায়ও আমাদের সওয়াব হবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, প্রতিটি তাজা হৃদয়ের সেবায় সওয়াব রয়েছে। মুসলিম ২ : ২৩৭

৪৯

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها. رواه مسلم باب فضل سقي الهائم المحترمة وإطعامها.

عن أبي هريرة قال قال رسول الله بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به مسلم باب سقي البهائم المحتمرة وإطعامها.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জনৈকা গণিকা মহিলা একটি কুকুরকে কোন এক কূপের পাশ দিয়ে ঘুরতে দেখলো, প্রচন্ড তৃষ্ণায় কুকুরটির জিহবা ঝুলে পড়েছিলো। তখন মহিলা তার মোজা খুলে কুকুরের সেবা করলো, অর্থাৎ কূপ থেকে পানি ওঠিয়ে পান করালো ফলে তাকে ক্ষমা করা হলো। মুসলিম, ২ : ২৩৭

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, একদিন একটি কুকুর একটি কূপের পাশ দিয়ে ঘুরছিলো, পিপাসায় তার প্রাণ ওষ্ঠাগত। তখন বণী ইসরাইলের জনৈকা গণিকা তার মোজা খুলে পানি উঠিয়ে তাকে পান করালো। ফলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো। মুসলিম, ২ : ২৩৭

৫০

একটা গাছের পাতাও অনর্থক কর্তন করা, ছেঁড়া ইসলাম সমর্থন করে না

أخرج اسحق بن راهويه في مسنده عن أبي بكر الصديق مرفوعا : ما صيد من صيد ولا عضدت عضاة ولا قطعت وشيجة إلا بقلة التسبيح وفي رواية إلا بما ضيعت من التسبيح الدر المنثور.

في تفسير قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا○

ইসহাক ইবন রাহাওয়াইহ তার মুসনাদে আবু বকর রা. এর সূত্রে মরফুআন বর্ণনা করেন, পশু শিকার হয় বা ঝোপ ঝাড় কর্তিত হয় বা পত্রপল্লব কাটা পড়ে যখন আল্লাহর তাসবিহ পাঠ হ্রাস পায়। দুররে মানছুর : ৫ : ২১১৪

একটি হাদীসে আছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেম ও ভালোবাসাপরায়ণতাকে সর্বোত্তম গুণ বলে ব্যক্ত করেছেন।

৫১

إن أحب الأعمال إلى الله تعالى الحب في الله والبغض في الله أبو داود. باب الحب في الله.

নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সবচে' পছন্দনীয় আমল হচ্ছে, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, আল্লাহর জন্য শত্রুতাপোষণ করা। আবু দাউদ, ৪৫৮৮

কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সারা বিশ্বের রহমত ও করুণা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

وما أرسلناك إلا رحمة للعامين○.

কেবলই রহমত স্বরূপ আপনাকে আমি প্রেরণ করেছি। সূরা আম্বিয়া :আয়াত ১০৭

মুসলিম উম্মাহকে সব মানুষের কল্যাণের নিমিত্ত আবির্ভূত উম্মাহরূপে আখ্যা দেয়া হয়েছে

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر○

তোমরাই সর্বোত্তম জাতি মানুষের কল্যাণে তোমাদের আবির্ভাব, তোমরা ভাল কাজের আদেশ দান করো এবং খারাপ কাজের নিষেধ কর। সূরা আল ইমরান : আয়াত ১১০

হাদীসে আছে,

عن أبي هريرة قيل يا رسول الله ادع على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة أخرجه الإمام مسلم.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, বলা হলো ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি মুশরিকদেরকে অভিশাপ দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অভিশম্পাতকারীরূপে নয়, রহমত ও দয়া স্বরূপ আমি প্রেরিত হয়েছি। মুসলিম, হাদীস নং : ৬৫৫৬

তায়েফের বর্বর নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েও তিনি তাদের কল্যাণ ও হেদায়েতই কামনা করেছেন। ইবনে হিশাম, আল কামিল, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া

কুরআন মজীদে স্পষ্ট ভাষায় পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে।

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين○

পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর তাতে বিশৃঙ্খলা ঘটাবে না। আর আল্লাহকে ভয় ও আশা নিয়ে ডাকো। নিঃসন্দেহে আল্লাহর রহমত অনুগ্রহশীলদের নিকটবর্তী। সূরা আ'রাফ : আয়াত ৫৬

সন্ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টি করা মুনাফিকদের কাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে

ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث و النسل والله لا يحب الفساد.

আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কে যার কথাবার্তা আপনাকে চমৎকৃত করবে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহকে সাক্ষি রাখে, প্রকৃতপক্ষে সে ভীষণ কলহপ্রিয়। যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির ও শস্যক্ষেত্র

এবং জীবজন্তু নিপাতের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ্ অশান্তি ও সন্ত্রাসসৃষ্টি পছন্দ করেন না। সূরা বাকারা : আয়াত ২০৪

কুরআনের ভাষায় একজন মানুষের প্রাণ রক্ষা করা গোটা মানবজাতির প্রাণ রক্ষা করা পক্ষান্তরে একজন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা গোটা মানবজাতিকে হত্যা করার নামান্তর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৫৮] .من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا○

হত্যা বা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করা ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকে হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সব মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো। সূরা মায়েদা : আয়াত ৩২

একটি হাদীসে মুসলিমের পরিচয় ব্যক্ত করে বলা হয়েছে,

عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : المسلم[৫৯] من سلم الناس من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين.

মুসলিম হলো সেই যার থেকে সকল মানুষ নিরাপদ থাকে। মুসনাদে আহমাদ, ১১ নং খ-, পৃষ্ঠা : ৬৫৮, হাদীস নং : ৭০৮৬

দুই নং প্রশ্ন : নবী রাসূলগণ বিশেষ করে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এই ধরনের হিংস্র[৬০] ও বর্বর পথ অবলম্বন করে ইসলাম কায়েম করেছেন?

উত্তর : নবী ও রাসূলগণ বিশেষ করে ইসলামের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কস্মিনকালেও সন্ত্রাস ও নির্মম বর্বরতার পথ অবলম্বন করেননি[৬১]। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথ হলো দাওয়াত ও মুহাব্বতের পথ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর অনুসারী সাহাবীগণ প্রেম ও খেদমতের (সেবা) মাধ্যমে মানুষকে কল্যাণের প্রতি, হেদায়েতের প্রতি দাওয়াত জানিয়েছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা জীবন এর জ্বলন্ত সাক্ষী[৬২]।

وما[৬৩] علينا إلا البلاغ المبين○

স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব। সূরা ইয়াসিন : আয়াত ১৭

لست[৬৪] عليهم بمصيطر○

আপনি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নন। গাশিয়া : আয়াত ২২

لا[৬৫] إكراه في الدين○

দীনের ব্যাপারে জোর, জবরদস্তি নেই। সূরা বাকারা : আয়াত ২৫৬

لكم[৬৬] دينكم ولي دين○

তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার। সূরা কাফিরুন : আয়াত ২৫৬

–২

একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো মন্দপন্থা অবলম্বন করে কি কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা যায়? তিনি স্পষ্ট উত্তর দিয়েছিলেন, না কখনও নয়, কখনও মন্দপন্থা অবলম্বন করে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

عن أبي سعيد قال قال رجل لرسول الله هل يأتي الخير بالشر؟ فقال لا يأتي الخير إلا بالخير

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, একজন লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, খারাপ পন্থায় কী ভালো আসতে পারে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, শুধু ভালো পন্থায়ই ভালো আসতে পারে অর্থাৎ ভালো কিছু প্রতিষ্ঠার জন্য এর পন্থাও ভালো হতে হবে। সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ৬৪২৭

সুতরাং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সাথে সন্ত্রাসকে যুক্ত করা চরম মুনাফিকী ও মিথ্যাচার বলে গণ্য। সন্ত্রাসীরা কখনও ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বন্ধু নয়। এরা সুস্পষ্ট শত্রু। এদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা সবার কর্তব্য।

৩ নং প্রশ্ন : ইসলামে জেহাদ আর সন্ত্রাস কি একই জিনিস?

উত্তর : জিহাদ ও সন্ত্রাস একই জিনিস নয়। জিহাদ হলো ইসলামের অন্যতম একটা নির্দেশ পক্ষান্তরে সন্ত্রাস হলো হারাম এবং অবৈধ। জিহাদ হলো নিজের এবং পরিবেশে ও সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা এবং সর্বকালীন কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া।

عن نافع عن ابن عمر أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا إن الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي فما يمنعك أن تخرج فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي قالا ألم يقل الله فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال قاتلناهم حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله فأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهاب قال أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمرفقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله وقد علمت ما رغب الله فيه قال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس إيمان بالله ورسوله والصلاة الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت قال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما... وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال فعلنا على عهد رسول الله وكان الإسلام

قليلا فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه وإما يعذبوه[৭০] حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة .

নাফে রহ. থেকে হযরত ইবনে উমর রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, ইবনে যুবাইর রা. এর সময়কার ফেতনার সময় দুজন লোক হযরত ইবনে উমর রা.-এর কাছে এসে বলল, মানুষ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আর আপনি উমরের ছেলে রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবী হয়েও কেন জেহাদে নামছেন না?

ইবনে উমর রা. বললেন, কারণ আল্লাহ আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন।

লোক দুজন বলল, আল্লাহ তা'য়ালা তো বলেছেন, তাদের সাথে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না ফেতনা দূরীভূত হয়; ইবনে উমর বললেন, আমরা যুদ্ধ করেছি ফেতনা মিটানোর জন্য, দীনী আনুগত্য কেবল আল্লাহর জন্য হয় সে জন্য। আর তোমরা যুদ্ধ করতে চাও ফেতনা সৃষ্টির জন্য, গাইরুল্লাহর প্রতি আনুগত্যের জন্য।

উসমান ইবনে সালেহ এর সূত্রে বর্ণিত, এক লোক ইবনে উমর রা. এর কাছে এসে বলল, হে আবূ আব্দুর রাহমান, কী ব্যাপার আপনি বছর বছর হজ করেন, উমরা করেন অথচ জিহাদ ছেড়ে দিয়েছেন, আপনি তো জানেন আল্লাহ জিহাদের ব্যাপারে কী গুরত্বই না আরোপ করেছেন!

ইবনে উমর বললেন, ভাতিজা শোন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি, আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রমযানের রোযা, যাকাত প্রদান এবং হজ করা।

লোকটি বললো, হে আব্দুর রহমানের পিতা, আপনি শোনেননি আল্লাহ তা'য়ালা তার কিতাবে কী বলেছেন? যদি দুইটি দলের মাঝে যুদ্ধ বাঁধে তাহলে তাদের মাঝে মিমাংসা করে দাও। তাদের সাথে যুদ্ধ কর যেন ফেতনা অপসৃত হয়ে যায়।

ইবনে উমর রা. বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যখন মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিলো কেউ নতুন মুসলমান হলে কাফেররা তাকে হয়ত শহীদ করত নয়ত শাস্তি দিত তখনও আমরা যুদ্ধ করেছি। ফলে মুসলমান বেড়েছে, ফিতনাও কমে গেছে। সহীহ বুখারি, ২ : ৬৪৮

[৭১] عَن عمران بن حصين قال أتى نافع بن الأزرق وأصحابه فقالوا هلكتَ يا عمران. قال ما هلكتُ، قالوا بلى، قال ما الذي أهلكني ؟ قالوا قال لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول لله. قالو: وأنت سمعته من رسول لله؟ قال نعم شهدت رسول لله وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين فلما لقوهم قالتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح فلما غشيه قال أشهد أن لا إله إلا لله إني مسلم فطعنه فقتله. فاتى رسول لله فقال يا رسول

لله هلكت، قال وما الذي صنعت؟ مرة أو مرتين فأخبره بالذي صنع. فقال له رسول لله فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه قال يا رسول لله لو شققت بطنه أكنتُ أعلم ما في قلبه؟ قال فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه قال فسكت عنه رسول لله فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات فدفناه فأصبح على ظهر الأرض فقالوا لعل عدوا نبشه فدفناه ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض فقلنا لعل الغلمان نبشوا فدفناه ثم حرسناه من أنفسنا فأصبح على ظهر الأرض فألقينا في بعض تلك الشعاب.

وعن عمران بن الحصين قال بعثنا رسول لله في سرية فحمل رجل من المسلمين على المشركين فذكر الحديث وزاد فيه فنبذته الأرض فأ ُخبر النبي وقال إن الأرض لتقبل من هو أشر منه ولكن لله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا لله.

ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাফে ইবনুল আযরাক ও তার বন্ধুরা এসে বলল, তুমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছো ইমরান। তিনি বললেন, কে ধ্বংস করলো আমাকে?
তারা বললেন, আল্লাহ বলেছেন, যুদ্ধ কর যতক্ষণ ফেতনা দূরীভূত না হয় এবং আনুগত্য শুধুই আল্লাহর জন্যই হয়।
তিনি বললেন, আমরা যুদ্ধ করেছি তাদেরকে প্রতিরোধ করেছি, ফলে আনুগত্য সব আল্লাহর জন্য হয়ে গেছে। তোমরা চাইলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনা একটি হাদীস বলি। তারা বললো, আপনি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন?
তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের একটি দল প্রেরণ করেন, তারা তাদের সাথে প্রচন্ড যুদ্ধ করে। শেষে কাফেররা আত্মসমর্পণ করে। তখন আমার গোত্রের একজন লোক তাদের একজনকে বর্ষা দ্বারা আঘাত করে, সে কাছে এলে লোকটি কলিমা পাঠ করল, বলল, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আমি মুসলমান। তথাপি সে তাকে আঘাত করল এবং হত্যা করল। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছি।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার বা কয়েকবার বললেন, কী করেছো? তখন সে সব খুলে বলল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তার বুকটা চিরে ফেলতে পারলে না। তাহলে দেখতে তার অন্তরে কী রয়েছে।

সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ তার বুক চিরলে কী তার মনের খবর আমি জানতে পারতাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে মুখে যা বললো তা গ্রহণ করলে না অথচ তুমি জানো না তার অন্তরে কি আছে। এরপর আর কিছু তিনি বললেন না।

এর অল্প কয়েকদিন পরেই লোকটি মারা গেল। আমরা তাকে দাফন করলাম। কিন্তু তার লাশ কবরের ভেতর থেকে মাটির উপরে উঠে এলো। লোকজন বলাবলি করলো হয়তো কোন শত্রু তার কবর খুঁড়েছে। আমরা আবার তাকে দাফন করলাম এবং আমাদের যুবকদের পাহাড়ার নির্দেশ দিলাম। কিন্তু আবার তার লাশ উপরে উঠে এলো। আমরা বললাম যুবকরাই হয়তো তার কবর খুঁড়েছে। আবার তাকে দাফন করলাম এবং আমরা নিজেরাই পাহাড়া দিলাম; কিন্তু আবার তার লাশ মাটির উপরে চলে এলো। তখন আমরা তাকে ঐ উপত্যকার কোন একটিতে ফেলে দিলাম।

অন্য রেওয়াতে ইমরান ইবন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কোন এক যুদ্ধে পাঠালেন। মুসলমানদের একজন মুশরিকদের উপর আক্রমণ করলো। এভাবে পূর্বের হাদিসটি বর্ণনা করেন এবং তাতে আরো বৃদ্ধি করেন, কিন্তু জমিন তাকে উগ্রে দিলো পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা জানানো হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মাটি এর চাইতেও জঘন্য ব্যক্তিকে গ্রহণ করে। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে লা ইলাহা ইল্লাহ- এর মাহাত্ম্য বুঝাচ্ছেন। ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৩০

কু-রিপুগুলো সংশোধন করে সদগুণাবলী সম্পন্ন মানুষরূপে নিজেকে গড়ে তোলা সবচে বড় জিহাদ বলে হাদীসে ব্যক্ত করা হয়েছে,

روي البيهقي في كتاب الزهد عن جابر قال قدم على رسول لله قوم غزاة فقال عليه السلام قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قيل وما الجهاد الأكبر؟قال مجاهدة العبد هواه.وروي النسائي في كتاب الكنى: قالوا وما الجهاد الأكبر قال جهاد القلب.

বায়হাকী কিতাবুয যুহদে হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এর কাছে যুদ্ধ সমাপ্তকারী এক দল এলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের প্রতি তোমাদের আগমন শুভ হোক। তারা বললো, বড় জিহাদ কোনটি?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

নাসাঈ রহ. কিতাবুল কুনা'তে বর্ণনা করেন, তারা বললো, বড় জিহাদ কোনটি? তিনি বললেন, অন্তরের জিহাদ। বায়হাকী ও নাসায়ী

আল্লাহর সন্তুষ্টি, হেদায়েত এবং কল্যাণের বিশুদ্ধ নিয়ত যদি না থাকে তবে তা কখনও জেহাদ বলে গণ্য হয় না।

عن ابي موسى الأشعري أن رجلا أعرابيا أتى النبي فقال يا رسو لله الرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل لله فقال رسول لله من

قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله .صحيح مسلم كتاب الإمارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله .

আবু মুসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন আরব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল, "একলোক খ্যাতির জন্য যুদ্ধ করে, আরেক লোক বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, কোন্ জন আল্লাহর পথে রয়েছে?" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে আল্লাহর বাণীকে সমুচ্চ রাখতে যুদ্ধ করে সেই আল্লাহর পথে আছে। মুসলিম, ১৯০৪

দেহের যদি কোনো অঙ্গে পঁচন ধরে তবে গোটা দেহকে নিরাপদ রাখার জন্য প্রয়োজনে যেমন অপারেশনের দ্বারস্ত হতে হয়। তেমনি গোটা মানবজাতিকে রক্ষার জন্য, সন্ত্রাস ও আতঙ্ক থেকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনে স্বশস্ত্র যুদ্ধ বা কিতালের অনুমোদন রয়েছে। হাদীসের গ্রন্থসমূহের জিহাদ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে,

ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.

আল্লাহ যদি মানব জাতীর একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত গির্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয়, অগ্নি উপাসকদের মন্দির এবং মসজিদসমূহ, যাতে বেশি বেশি স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয় শক্তিমান, পরাক্রমশালী। সূরা হজ, আয়াত ৪০

তবে কিতাল বা স্বশস্ত্র যুদ্ধের অনুমোদন অনেক শর্তের সাথে শর্তযুক্ত। কোনোরূপ বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, তোমরা বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করবে না। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না।

ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدينo

সীমা লঙ্ঘন করো না। আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। সূরা মায়েদা : আয়াত ৮৭

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولان صبرتم لهو خير للصبرينo

যদি তোমাদেরকে পীড়ন করে অনুরূপ তোমরাও শাস্তি দাও যতটুকু তোমরা ভোগ করেছো। আর যদি ধৈর্য্য ধরো তাহলে তো ধৈর্যশীলদের জন্য এটাই উত্তম। সূরা নহল : আয়াত ১২৬

৪ নং প্রশ্ন : সন্ত্রাসসৃষ্টির পথ কি বেহেশত লাভের পথ না জাহান্নামের পথ?

উত্তর : সন্ত্রাস ও আতঙ্কসৃষ্টি করা যেহেতু হারাম এবং নিষিদ্ধ সুতরাং তা কখনও বেহেশত পাওয়ার পথ হতে পারে না। এ তো জাহান্নামের পথ। যারা বেহেশত লাভের জন্য বর্তমানে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে তাদের যদি বেহেশত লাভ করতে হয় তবে

সন্ত্রাসবাদের মতো জাহান্নামের পথ থেকে অবিলম্বে তওবা করে শান্তি ও হেদায়েতের পথে ফিরে আসতে হবে।

ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدينo

তোমরা পৃথিবীতে সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেওনা, আল্লাহ বিশৃঙ্খলাকারীদের পছন্দ করেন না। সূরা কাসাস : আয়াত ৭৭

أم يجعل الذين آمنو وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرضo

যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাদেরকে কী পৃথিবীতে সন্ত্রাস ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের মতো বানাবো? সূরা সোয়াদ : আয়াত ২৮

إن الله لا يصلح عمل المفسدينo

আল্লাহ তাআলা সন্ত্রাস ও ফাসাদকারীদের কর্মকে সফল করেন না। সূরা ইউনুস : আয়াত ৮১

৫ নং প্রশ্ন : আত্মঘাতী সন্ত্রাসীর মৃত্যু কি শহীদী মৃত্যু বলে গণ্য হবে?

উত্তর : আত্মহত্যা ও আত্মঘাত ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম।

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماo

নিজেদেরকে হত্যা করো না। আল্লাহ তোমাদের উপর দয়াশীল। সূরা নিসা : আয়াত ২৯

নিজেকে মানববোমা বানিয়ে উড়িয়ে দেয়া কখনও বৈধ নয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিহাদে শরীক এক ব্যক্তি যুদ্ধে আহত হয়ে আত্মহত্যা করলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জাহান্নামী বলে ঘোষণা দেন।

عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله إلى عسكره ومال الآخرون في عسكرهم وفي أصحاب رسول الله رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا أتبعها بضربها بسيفه فقال ما أجزأ منا اليوم احد كما أجزأ فلان فقال رسول الله أما إنه من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله فقال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك؟ قال : الرجل الذي ذكرت آنفا إنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت انا لكم به فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نضل سيفه في الأرض ذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله عند ذلك : إن الرجل ليعمل

عمل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار .وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. رواه البخاري باب غزوة خيبر

সাহল ইবন সা'দ সায়েদী থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুশরিকগণ একবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দলের মাঝে এমন একজন সৈন্য ছিল যে, যাকে সামনে পাচ্ছিলো বীর বিক্রমে তাকে খতম করছিলো। কেউ একজন বললো অমুক লোকটি আজ যে লড়াই করেছে আমাদের কেউই তার মতো করতে পারে নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিশ্চিত সে জাহান্নামী।

একলোক বললো, আমি তার পেছনে পেছনে থাকবো, দেখবো সে কি করে। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি তার পেছনে পেছনে গেলেন। সে থামলে তিনিও থামেন। সে দাঁড়ালে তিনিও দাঁড়ান। এক পর্যায়ে সে চরম আহত হয় এবং মৃত্যুর ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে। তরবারীর বাট মাটিতে রাখে অগ্রভাগ তার বুকে ঠেকায়। এরপর জোরে চাপ দেয় এবং আত্মহত্যা করে। লোকটি তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কী কারণে? সে বলল, আপনি যে লোকটির কথা বলেছিলেন, সে জাহান্নামী হবে এতে মানুষ অবাক হয়েছিলো। আমি লোকটিকে লক্ষ্য করছিলাম, এক পর্যায়ে লোকটি মারাত্মক আহত হয়। সে মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে। তরবারীর বাট মাটিতে রেখে অগ্রভাগ বুকে ঠেকিয়ে জোড়ে চাপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এমনও লোক আছে যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে জান্নাতের আমল করে অথচ সে জাহান্নামী। আর কেউ আবার চোখের দেখায় জাহান্নামের কাজ করে, কিন্তু সে জান্নাতে যায়। বুখারী, ২/৫০৪

আত্মঘাত তো ইসলামের দৃষ্টিতে এত জঘন্য অপরাধ যে , অন্যকোনো অপরাধ করে যদি কেউ মারা যায় তবে তার জানাযা পড়ার বিধান রয়েছে কিন্তু আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়তেও নিষেধ করা হয়েছে।

لا لبغي أو قطع طريق أو مكابرة في مصر أو قتل لأحد أبويه أو قتل لنفسه. الشامي.

وكذلك الذي يقتل نفسه بالخنق لا يصلى عليه هكذا روي عن أبي حنيفة وقال أبو يوسف وكذلك كل من يقتل على متاع يأخذه والمكابرون في المصر السلاح.

রাষ্ট্রদ্রোহী, ডাকাত, রাষ্ট্রে ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারী, পিতা-মাতার হত্যাকারী এবং আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া যাবে না। ফাতওয়া শামী : ৩/১০৩

তেমনিভাবে যে গলায় ফাঁস দিয়ে মরে যায় তার জানাযা পড়া যাবে না। এমনটিই বর্ণিত আছে ইমাম আবু হানিফা থেকে। আবু ইউসুফ বলেন, ডাকাতির কারণে যে মারা গেছে এবং যারা নগরে অস্ত্র নিয়ে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে তাদেরও জানাযার নামায পড়া যাবে না। তাতার খানিয়া : ৩/৫৪

সুতরাং এই ধরনের কাণ্ড কখনো সমর্থনযোগ্য নয়। আত্মহত্যা করে যে মৃত্যুবরণ করবে সে কখনও মহান শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার মৃত্যু শহীদী মৃত্যু বলে ইসলামে গণ্য নয়।

وعن أبي هريرة مرفوعا من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ... أخرجه البخاري كتاب الطب باب شرب السم والدواء به ومسلم في الإيمان ,

وعن ثابت بن الضحاك مرفوعا : من قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم, رواه البخاري كتاب الجنائز باب ما جاء في قاتل النفس ومسلم في الإيمان.

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করে, জাহান্নামে যাবে এবং সেখানে শাস্তি হিসেবে অনন্তকাল জাহান্নামের পাহাড় থেকে নীচে পড়তে থাকবে। মুসলিম, ১৩৯

ছাবেত ইবনে যাহ্‌হাক বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করলো তা দ্বারাই সে জাহান্নামে শাস্তি পাবে। মুসলিম : ১১০

৬ নং প্রশ্ন : ইসলামের দৃষ্টিতে গণহত্যা কি বৈধ?

উত্তর : ইসলামে নিরপরাধ মানুষের গণহারে হত্যা বৈধ নয়। এমন কি সন্দেহের বশবর্তী হয়েও কাউকে হত্যা করা নিষেধ।

عن عائشة قالت قال رسول لله أدرئوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.

আয়োশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুসলমানদের থেকে যতটা সম্ভব হুদূদ শাস্তি প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকো। যদি সামান্য কোন অবকাশ থাকে তাহলে তাকে ক্ষমা করে দাও। শাস্তি প্রয়োগে ভুল করা থেকে ক্ষমা করে ভুল করা শ্রেয়তর। তিরমিযি, ১/২৬

أن الحد لا يثبت عند قيام الشبهة. رد المحتار.

সংশয় থাকাকালে হদ্দ প্রয়োগ হয় না। শামী, ৬/২৫

عن إبراهيم قال قال عمر لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات.

ইবরাহীম থেকে বর্ণিত, উমর রা. বলেন, আমি সন্দেহের কারণে হদ্দ প্রয়োগ করাকে বাদ দেওয়া উত্তম মনে করি সন্দেহের মাধ্যমে হদ্দ কায়েম করা থেকে। হাশিয়ায়ে হেদায়া, ১/৪৯৩

৭ নং প্রশ্ন : শিশু, নারী, বৃদ্ধ নির্বিশেষে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ইসলাম কি সমর্থন করে?

উত্তর : শিশু, নারী, বৃদ্ধ, দুর্বল, যারা যুদ্ধে শরীক নয়, সেই ধরনের মানুষকে হত্যা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এমনকি যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও তা জায়েয নয়। কিতাল বা স্বশস্ত্রযুদ্ধের উদ্দেশ্যে যখন মুসলিম দল বের হতো, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ করে এই বিষয়ে কঠোরভাবে সতর্ক করতেন।

أخرج أبو داود بسنده عن أنس أن رسول الله كان إذا بعث جيشا قال : انطلقوا باسم الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أبو داود.
وعند البيهقي زيادة : ولا مريضا ولا راهبا ولا تقطعوا مثمرا ولا تخربوا عامرا ولا تذبحوا بعيرا ولا بقرة إلا لماكل.

আবু দাউদ আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন যুদ্ধদল পাঠাতেন, বলতেন, 'আল্লাহর নামে চলো, বৃদ্ধকে হত্যা করো না, ছোট বাচ্চাদেরকে হত্যা করো না, মহিলাদেরকে হত্যা করো না, গণিমতের সম্পদ আত্মসাৎ করো না, গণিমতের সম্পদ একত্রে জমা করো। মীমাংসা করো, ইহসান করো, আল্লাহ তা'য়ালা ইহসানকারীদের ভালোবাসেন।' আবু দাউদ, ২৬১৪
বায়হাকীর বর্ণনায় আরো আছে, অসুস্থকে হত্যা করো না, সন্যাসীদের হত্যা করো না, ফলজ গাছ কর্তন করো না, জনবসতিকে বিরাণ করো না। খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া উট ও গরু জবাই করো না। আবু দাউদ, ২৬১৪

৮ নং প্রশ্ন : ইবাদতরত মানুষকে হত্যা করা কি ধরনের অপরাধ?

উত্তর : যেকোনো অবস্থায় খুন করা অপরাধ। ইবাদত বা উপসনারত কাউকে হত্যা করা সবচে জঘন্য এবং মারাত্মক অপরাধ।

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم○

ইচ্ছাকৃত ঈমানদার কাউকে হত্যা করলে তার বদলে শাস্তি হলো চিরকালের জাহান্নাম।
সূরা নিসা : আয়াত ৯৩

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق○

আল্লাহ যে প্রাণকে হারাম করেছেন তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না। সূরা ইসরা : আয়াত ৩৩

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا○

কোন মুমিনের অধিকার নেই অপর মুমিনকে হত্যা করা, তবে ভুলবশত হলে ভিন্ন কথা।
সূরা নিসা : আয়াত ৯২

৯ নং প্রশ্ন : অমুসলিমদের উপাসনালয় যথা গির্জা, মন্দির, প্যাগোডা ইত্যাদিতে হামলা করা কি বৈধ?[১০৮]

উত্তর : মুসলিম সমাজে বসবাসকারী অমুসলিমকে[১০৯] যদি কেউ হত্যা করে সে বেহেশতের গন্ধও[১১০] পাবে না। অমুসলিমগণের গির্জা, প্যাগোডা, মন্দির ইত্যাদি উপাসনালয়ে হামলা করা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম ও অবৈধ। এটি কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ।[১১১]

ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع[১১২] وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله ما ينصره إن الله لقوي عزيز.

আল্লাহ যদি মানব জাতির একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনালয় গির্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় মন্দির অগ্নি উপাসকদের[১১৩] এবং মসজিদসমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। আল্লাহ নিশ্চয় তাকে সাহায্য করেন যে তাকে সাহায্য করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। সূরা হজ : আয়াত ৪০

في تفسير ابن عباس (صوامع) صوامع الرهبان (والبيع) كنائس اليهود (وصلوات) بيت نار المجوس[১১৪] لأن هؤلاء في مأمن المسلمين. راجع تفسير ابن عباس على هذه الآية

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: تضمنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة[১১৫] وبيعهم وبيوت نيرانهم. القرطبي.

قال الماوردي في تفسيرها : لهدمها[১১৬] الآن المشركون لولا دفع الله بالمؤمنين.

তাফসীরে ইবনে আব্বাসে রয়েছে, সাওয়ামে' অর্থ পাদ্রীদের উপাসনালয়, বীআ অর্থ ইয়াহুদীদের উপাসনালয়, সালওয়া অর্থ অগ্নিপূজারীদের আগুন পূজার ঘর, এগুলো ধ্বংস করা যাবে না। কেননা এগুলো মুসলমানদের নিরাপত্তাধীন।[১১৭]

কুরতুবী এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, এই আয়াত প্রমাণ করে বিজীতদের[১১৮] উপাসনালয়, তাদের গির্জা, এবং অগ্নিপুজার ঘর ধ্বংস করাও নিষেধ। কুরতুবী, ৬/৩৪৫

মাওয়ারদী তার তাফসীরে বলেন, যদি মুমিনদের দ্বারা আল্লাহ এগুলোকে রক্ষা না করতেন মুশরিকরা তা ধ্বংস করতো।[১১৯]

فقد صرح في شرح السير بأنه لو ظهر في أرضهم وجعلهم ذمة[১২০] لا يمنعون من إحداث كنيسة.رد المحتار.

শরহুস সিয়ারে বলা হয়েছে, যদি মুসলমানরা অমুসলিমদের উপর বিজয় লাভ করে এবং তাদেরকে জিম্মিরূপে[১২১] গ্রহণ করে তাহলে তাদেরকে তাদের উপাসনালয় বানাতে নিষেধ করতে পারবে না। রদ্দুল মুহতার ৬ : ৩২৮

ومن[১২২] مقتضيات عقد الذمة أن أهل الذمة لا يظلمون ولا يؤذون قال النبي ألا من ظلم معاهدا أو انتقض حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة.

[১২৩]যিম্মিচুক্তির দাবী হলো, তাদের উপর জুলুম করা যাবে না এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সাবধান! যে চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম ব্যক্তিকে জুলুম করবে অথবা তার হক নষ্ট করবে কিংবা তাকে তার সামর্থ্যের বেশি চাপিয়ে দিবে বা তার সন্তুষ্টি ছাড়া তার থেকে কিছু নিবে তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেব। আবু দাউদ, হাদীস নং, ৩০৫

, الأصل لإي أهل[১২৪] الذمة تركهم وما يدينونه فيقرون على الكفر وعقائدهم وأعمالهم التي يعتبرونها من أمور دينهم كضرب الناقوس خفيفا بينهم ولا يمنعونه من ارتكاب المعاصي التي يعتقدزن بجوازها كشرب الخمر واتخاذ الخنازير وبيعهما أو الأكل والشرب في نهار رمضان وغير ذلك فيما بينهم .

প্রতিটি যিম্মিকে[১২৫] মুসলিম সমাজে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিককে তার স্বীয় ধর্মের উপর স্বাধীনতা দিতে হবে। সে তার কুফরী বিশ্বাস এবং রীতি অনুযায়ী কাজকর্ম (যেমন, ঘণ্টা বাজানো ইত্যাদি বিষয়াদি) করতে পারবে। মুসলমানরা তাকে ঐ সমস্ত কাজ থেকে বাধা দিতে পারবে না যা তাদের ধর্মমতে বৈধ যেমন, মদ্যপান, শুকর বিক্রি, রমযানের দিনে পানাহার ইত্যাদি। বেনায়া ৪/৮০৭ শামী,৩/২৭২

১০ নং প্রশ্ন : সন্ত্রাসী ও আতঙ্কবাদীদের[১২৬] বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা ইসলামের দৃষ্টিতে সকলের কর্তব্য কি না?

উত্তর : মুনকারাত অর্থাৎ অন্যায় ও দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রতিরোধ[১২৭] গড়ে তোলা সবার কর্তব্য। বর্তমানে সন্ত্রাস ও আতংকবাদ সারা পৃথিবীতে ইসলাম ও মুসলিমদের বিকৃতভাবে উপস্থাপন করছে, বদনাম করছে। এসব দুষ্কর্ম ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মারাত্মক শয়তানী ষড়যন্ত্র বই কিছুই নয়। সুতরাং এর বিরুদ্ধে শক্তি সামর্থের আলোকে সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রতিরোধ গড়ে তোলা সকলের জন্য জরুরি ধর্মীয় কর্তব্য। চুপ করে থাকার অবকাশ নেই।

وروى الجصاص في أحكام القرآن في تفسير سورة المائدة باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا بكر الصديق على المنبر يقول إني سمعت رسول لله يقول إن الناس إذا عمل فيهم بالمعاصي ولم يغيروا أوشك أن يعمهم لله بعقابه[128]

وروي أيضا عن جرير بن عبد لله البجلي مرفوعا ما من قوم يعمل بينهم بالمعاصي هم أكثر وأعز ثم لم يغيروا إلا عمهم لله منه بعقاب.

কায়স ইবনে আবী হাজেম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দিক রা. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, লোকদের মাঝে যখন গুনাহের কাজ হয় অথচ তারা বাধা দেয় না[129], অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর শাস্তিকে ব্যাপক করে দিবেন। জাসসাস, আহকামুল কুরআন, সূরা মায়িদা : আয়াত ১০৫

জারীর ইবন আব্দুল্লাহ আলবাজলী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যে জাতির মাঝে গুনাহের কাজ করা হয়, সে জাতি যত বেশী সংখ্যক হোক, যতই শক্তিশালী হোক না কেন তারা যদি প্রতিহত না করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা শাস্তিকে ব্যাপক করে দিবেন।[130]

একটি হাদীসে উল্লেখ হয়েছে যে, তোমাদের সামনে দুষ্কর্ম হতে দেখলে সামর্থ হলে হাত দিয়ে তা প্রতিরোধ কর। (বর্তমানে এই দায়িত্ব হলো আইন শৃঙ্খলবাহিনীর হাতে ন্যাস্ত) তা না পারলে যবানে এর নিন্দা ও প্রতিরোধ করতে হবে। (বর্তমান যুগে আলিম উলামা, পীর মাশায়িখ, মুফতি সাহেবান, ইমাম, খতীব ও ওয়ায়েজীন, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও সুধি সমাজের দায়িত্বে ন্যাস্ত) আর এরও শক্তি না থাকলে অন্তরে এই অপকর্মের প্রতি ঘৃণাপোষণ করতে হবে। এটি হলো ঈমানের দুর্বলতম দিক।

عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول لله يقول من رأى منكم منكرا فليغره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.

قوله فبلسانه.. وهذه هي وظيفة العلماء كما أن التغيير باليد وظيفة الأمراء والولاة ,قال في الظهيرية الامر بالمعروف باليد على الامير وباللسان على العلماء وبالقلب على عوام الناس. فتح الملهم

আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যদি কোন মন্দ কাজ দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিহত করে। যদি সে না পারে তাহলে যবান দিয়ে, যদি না পারে তাহলে অন্তর দিয়ে। আর তা হলো দুর্বলতম ঈমান।

জবান দিয়ে প্রতিহত করার দায়িত্বটা ওলামায়ে কেরামের, তেমনিভাবে হাত দিয়ে প্রতিহত করা বিচারক এবং দায়িত্বশীলদের।[131]

জাহিরিয়াহ কিতাবে উল্লেখ হয়েছে হাত দিয়ে প্রতিহত করা বিচারক এবং সরকারের কাজ,[132] যবান দিয়ে প্রতিহত করা আলেম, উলামাদের কাজ, এবং অন্তরে ঘৃণা করা সর্বসাধারণের কাজ। ফাতহুল মুলহিম ১/২২৬

পুনশ্চ :
কুরআন মজীদের আয়াত ও হাদীসের যে দলীল সন্ত্রাসী গোষ্ঠীরা নিজেদের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করে এটি তাদের আরেকটি জঘন্য ও মারাত্মক অপকর্মের প্রমাণ এবং কুরআন ও হাদীসের বিকৃতি ও অপব্যখ্যা বৈ কিছুই নয়। মহান আয়াতটির পূর্বাপর, এর শানে নুযূল ইত্যাদি থেকে বিচ্ছিন্ন করে কর্তিতভাবে পেশ করার কারণেই এই ধরনের ভুল অপব্যাখ্যা হচ্ছে। এই আয়াত ও হাদীসের অর্থ সাধারণভাবে প্রযোজ্য নয়। এ হলো যে শত্রুবাহিনী যুদ্ধরত বা কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদে সন্ধিভুক্ত ছিলো পরে সন্ধির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর মেয়াদ বাড়াতে অস্বীকৃতি জানিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে বা যারা অন্যায়ভাবে স্বীকৃত সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেছে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

قال ابن العربي في أحكام القرآن. وتبين أن المراد بالآية اقتلو المشركين الذين يحاربونك.

وأيضا قال تعالى بعد هذه الآية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتي يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أورد القرطبي في تفسيره على هذه الآية عن سعيد بن جبير قال جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب فقال إن أراد الرجل منا أن يأتي محمدا بعد انقضاء الأربعة الأشهر فيسمع كلام الله تعالى أو يأتيه بحاجته قتل؟ فقال على بن أبي طالب لا لأن الله تبارك وتعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله...وهذا هو الصحيح والآية محكمة.

ইবনুল আরাবী তার আহকামূল কুরআন নামক কিতাবে লিখেন, আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যেসকল মুশরিক আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করে আপনিও তাদের সাথে যুদ্ধ করুন। "যদি কোন মুশরিক আপনার কাছে আশ্রয় চায় আপনি তাকে আশ্রয় দিন যেন সে আল্লাহর কালাম শুনে। এরূপভাবে তার নিরাপত্তার স্থানে তাকে পৌঁছে দাও। কারণ তারা এমন জাতি যারা জানে না।

কুরতুবী তার তাফসীরে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত যে, একজন মুশরিক হযরত আলী- এর কাছে এসে বললো, যদি আমাদের মধ্যে থেকে কেউ চারমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আসতে চায় এবং আল্লাহর কালাম শুনতে চায় কিংবা কোন প্রয়োজন নিয়ে আসে তাহলে কি তাকে হত্যা করা হবে? আলী বললেন, না। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন, কোন মুশরিক যদি আপনার কাছে আশ্রয় চায় তাকে আশ্রয় দিন যেন সে আল্লাহর বাণী শুনতে পারে।

اللهم ارناالحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

হে আল্লাহ আমাদেরকে সত্য সঠিক বিষয় সত্য ও হক হিসেবে প্রদর্শন করুন এবং এর অনুসরণের তওফীক দিন আর অসত্য ও বাতিল বিষয় বাতিল হিসাবে দেখিয়ে দিন এবং তা থেকে দূরে থাকার তাওফীক দিন। আমীন।

এই ফতওয়া প্রণয়নে যেসব আলিম, মুফতি ও আইম্মা যুক্ত ছিলেন তাদের তালিকা

মুফতি আবুল কাসেম, ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ, মাওলানা আসআদ আল হাসাইনী, মাওলানা দেলোয়ার হুসাইন সাইফী, মাওলানা আফছারুজ্জামান কাসেমী, মাওলানা ইমদাদুল ইসলাম, মাওলানা আইয়ূব আনছারী, মাওলানা ইবরাহীম শিলাস্থানী. মাওলানা তাজুল ইসলাম কাসেমী, মাওলানা আরীফ উদ্দীন মারুফ, মাওলানা হাবিবুল্লাহ গুলজার, মাওলানা এমদাদুল্লাহ কাসেমী, মাওলানা ইয়াহইয়া মাহমুদ, মাওলানা হোসাইন আহমদ রংপুরী, মাওলানা শুয়াইব ইবরাহিম, মাওলানা ইহতেশামুল হক, মাওলানা লুৎফুর রহমান, মাওলানা আছাদ উল্লাহ, মাওলানা কবির আহমদ, মাওলানা জামীল আহমদ, মাওলানা করীমুল্লাহ, মাওলানা হারুনুর রশীদ, মাওলানা মোসলেম উদ্দীন, মাওলানা শোয়াইব আহমদ, মাওলানা গোলাম রব্বানী, মাওলানা শুয়াইবুর রহমান, মাওলানা অহিদুল ইসলাম পঞ্চগড়ী, মাওলানা হুমায়ূন কবির মধুপুরী, মাওলানা মোবারক হোসেন, মাওলানা ওয়ালী উল্লাহ, মাওলানা আব্দুর রশীদ, মাওলানা শহিদুল ইসলাম, হাফেজ মাওলানা আলী রেজা, মাওলানা শফিকুল ইসলাম, মাওলানা সালমান নোমানী, মাওলানা শাহ জামান, মাওলানা সাদিক, মাওলানা রিয়াজ উদ্দীন, মাওলানা কবির হুসাইন, মাওলানা জয়নুল আবেদীন, মাওলানা শামসুদ্দীন, মাওলানা হানিফ মাহমূদ, মাওলানা আব্দুল্লাহ, মাওলানা আলী আহসান, মাওলানা নাজমুল হাসান, মাওলানা আবু ইফসুফ, মাওলানা আব্দুস শাকুর, মাওলানা ইলিয়াস, মাওলানা বাদশা, মাওলানা জুনায়েদ, মাওলানা হাবিবুর রহমান খান, মাওলানা সালামত উল্লাহ মারুফী, মাওলানা সাজিদ ফরিদী, মাওলানা ফারুক হোসাইন, মাওলানা আব্দুল আহাদ, মাওলানা সাকিব মাহমূদ, মাওলানা আব্দুল্লাহ শাকির, মাওলানা যাকারিয়া, মাওলানা আমিরুল ইসলাম, মাওলানা আবু সাঈদ, মাওলানা মারুফ বিল্লাহ, মাওলানা রাশেদুল ইসলাম, মাওলানা আরীফুল ইসলাম, মাওলানা আজহারুর ইসলাম, মাওলানা সাখাওয়াত হুসাইন, মাওলানা এনামুল হক, মাওলানা মনিরুল ইসলাম, মাওলানা হাসান, মাওলানা যুবায়ের আহমদ, মাওলানা হুসাইন আহমদ , মাওলানা ইমরান হুসাইন, মাওলানা আব্দুল গফুর, মাওলানা ইসমাঈল, মাওলানা আরিফুল ইসলাম, মাওলানা আরিফ, মাওলানা নঈম উদ্দীন ভূইয়া, মাওলানা খাইরুল আমীন, মাওলানা সুলায়মান, মাওলানা রেজাউল করীম কাসেমী, মাওলানা মাহবুবুর রহমান, মাওলানা শাহেদ কাউসার, মাওলানা ফরীদুদ্দীন, মাওলানা সাইফুদ্দীন, মাওলানা আব্দুর রহমান, মাওলানা হেলাল উদ্দীন কাসেমী, মাওলানা নূরুদ্দীন, মাওলানা আনীসুর রহমান, মাওলানা নিয়ামুল হাসান, মাওলানা মামুনুর রশীদ, মাওলানা আব্দুর রহমান, মাওলানা আমজাদ হোসেন, মাওলানা শহিদুল ইসলাম, মাওলানা যুবায়ের আহমেদ, মাওলানা মাসউদুর রহমান, মাওলানা নুরুদ্দীন, মাওলানা মাহফুজুল ইসলাম, মাওলানা হোসাইন আহমদ, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা মাজহারুল ইসলাম, মাওলানা মাহদী হাসান, মাওলানা শরীফুল ইসলাম, মাওলানা মারুফ হুসাইন মাদানী, মাওলানা উমর ফারুক, মাওলানা মোফাজ্জল, মাওলানা আব্দুর রাকিব, মাওলানা শহীদুল ইসলাম, মাওলানা মোস্তফা কামাল, মাওলানা আল আমিন, মাওলানা রুহুল আমীন, মাওলানা আজমতুল্লাহ, মাওলানা কামরুল, মাওলানা শরীফুল ইসলাম, মাওলানা আরীফ রব্বানী, মাওলানা সাইদুর রহমান, মাওলানা মনিরুজ্জামান, মাওলানা এনায়েতুল্লাহ, মাওলানা আল আমীন, মাওলানা আরিফুল ইসলাম, মাওলানা ইসমাঈল আহমেদ সুমন, মাওলানা কবীর আহমদ, মাওলানা উমর ফারুক, মাওলানা মিজানুর রহমান, মাওলানা শামসুল আলম, মাওলানা মাহমুদ জাকির, মাওলানা নোমান আহমদ, মাওলানা শামীম আহমদ, মাওলানা সিয়াম, মাওলানা হাসমত আলী, মাওলানা রাকীব হুসাইন, মাওলানা আব্দুল্লাহ তামীম, মাওলানা ছানাউল্লাহ, মাওলানা মোস্তফা কামাল, মাওলানা রাশেদুল ইসলাম, মাওলানা আবু হুরায়রাহ, মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান, মাওলানা মাহবুব, মাওলানা মুজাহিদ, মাওলানা মাহবুবুর রহমান, মাওলানা মুনিরুজ্জামান, মাওলানা আবুল খায়ের, মাওলানা মোসলেহ উদ্দীন, মাওলানা আবুল কাসেম, মাওলানা অলিউল্লাহ, মাওলানা শাহাদাত হোসাইন, মাওলানা সাদ্দাম হুসাইন, মাওলানা নাঈমুল হাসান, মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহ, মাওলানা ফয়জুল্লাহ আমান কাসেমী, মাওলানা হামিদুল্লাহ, মাওলানা মাকসুদুর রহমান, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা আব্দুর রহীম, মাওলানা শাহাদাত হুসাইন, মাওলানা নজরুল ইসলাম, মাওলানা আবু বকর ছিদ্দীক, মাওলানা উবায়দুর রহমান, মাওলানা ইসমাঈল হোসেন, মাওলানা হোযাইফা, মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক, মাওলানা আবু তাহের, মাওলানা দ্বীন মোহাম্মদ, মাওলানা আব্দুর রউফ, মাওলানা মোয়াজ্জম হুসেন, মাওলানা ছানাউল্লাহ, মাওলানা ছাদেক উদ্দীন, মাওলানা মাহাবুব আলম, মাওলানা আতাউর রহমান, মাওলানা জাফর উল্লাহ, মাওলানা ফাইজুল ইসলাম, মাওলানা নূরুল আলম, মাওলানা বায়জিদ আহমেদ, মাওলানা শাহাবুদ্দীন বিলাল, মাওলানা উসমান খান, মাওলানা ছাইদুর রহমান, মাওলানা গিয়াসুদ্দীন, মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, মাওলানা রুহুর আমীন, মাওলানা

মনজুরুল হক, মাওলানা লিয়াকত আলী মাসউদ, মাওলানা আনোয়ার হোসেন, মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম খান, মাওলানা রেজাউল করীম কাসেমী, মাওলানা ইকরামুল হক, মাওলানা ওয়ালীউল্লাহ মাসুদ, মাওলানা সদরুদ্দীন মাকনূন, মাওলানা আব্দুল আহাদ, মাওলানা মাহবুবুর রহমান, মাওলানা আতাউর রহমান, মাওলানা নাঈমুল ইসলাম, মাওলানা উবাইদুল্লাহ, মাওলানা এনামুল হক, মাওলানা মাহীম, মাওলানা শামীম, মাওলানা আলমাছ উদ্দীন, মাওলানা হুসাইন আহমদ, মাওলানা সদরুল ইসলাম, মাওলানা আবুল হাসানাত, মাওলানা দিদার হোসাইন, মাওলানা আব্দুল্লাহ, মাওলানা আবু নাছিম উদ্দীন, মাওলানা বদরুল হাসান রায়গড়ী, মাওলানা শরীফ হাসানাত, মাওলানা মোখলেছুর রহমান, মাওলানা ইয়াছিন শেখ, মাওলানা আব্দুস সালাম, মাওলানা ফয়জুল্লাহ, মাওলানা মাহমুদ হাসান, মাওলানা এনায়েত উল্লাহ, মাওলানা আবু নাঈম, মাওলানা শোয়েব হোসেন, মাওলানা হুমায়ূন কবির, মাওলানা রাসেল আমীন, মাওলানা বিলাল আহমদ, মাওলানা এনায়েতুল্লাহ, মাওলানা শাকির আহমদ, মাওলানা ফারুক আহমদ, মাওলানা মেহরান উদ্দীন, মাওলানা মুশফিক, মাওলানা আবু রায়হান, মাওলানা আবুজর, মাওলানা হাসান আল মামুন, মাওলানা শুয়াইব হুসাইন, মাওলানা আবু সালেহ, মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন, মাওলানা আজিজুর রহমান, মাওলানা লোকমান মাজহারী, মাওলানা সাঈদুর রহমান, মাওলানা মোমতাজ উদ্দীন মাহমুদ, মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মামুন, মাওলানা ইফসুফ, মাওলানা গোলজার, মাওলানা লিয়াকত হোসাইন, মাওলানা ফজলুর রহমান, মাওলানা আব্দুন নূও, মাওলানা রুমান আহমদ, মাওলানা ফরীদ উদ্দীন, মাওলানা তরিকুল ইসলাম, মাওলানা ইকরাম, মাওলানা ছাদেকুল ইসলাম, মাওলানা আবু সাঈদ, মাওলানা আরীফ আরাফাত, মাওলানা নূরুল আলম, মাওলানা আবু উবায়দা, মাওলানা তরিকুল ইসলাম, মাওলানা শাহাদাত হুসাইন, মাওলানা শেখ ফরিদ, মাওলানা সাঈদুর রহমান, মাওলানা আবু ছুফিয়ান, মাওলানা মুশতাক আহমদ, মাওলানা আবুল হোসেন, মাওলানা ইব্রাহিম আদিল, মাওলানা মুশতাক আহমদ, মাওলানা কামরুজ্জামান, মাওলানা ইলিয়াছ, মাওলানা তাজ উদ্দীন ও মাওলানা অলিউর রহমান। মাওলানা মুজাহিদুল ইসলাম। মাওলানা শোয়াইব মাহমুদ, মাওলানা নাজমুল হক শরীফ, মাওলানা আবদুস সোবহান, মাওলানা হাফিজুল ইসলাম, মাওলানা আবদুল্লাহ গোপালগঞ্জী, মাওলানা আইয়ুব জামশেদ, মাওলানা আবূ উবাইদা, মাওলানা আরমান লাবিব, মাওলানা ইসমাঈল হোসেন শাফী, মাওলানা মুস্তাকিম বিন হাফিজ, মাওলানা আদিল মাহমুদ, মাওলানা সালমান হোসাইন, মাওলানা ইমরান হোসাইন, মাওলানা উমর ফারুক ইবনে তাহের, মাওলানা শাফীন, মাওলানা আবদুস সালাম, মাওলানা ইসমাঈল সুমন, মাওলানা শাহাজালাল, মাওলানা সিহাবুন সাকিব, মুফতি শহীদুল ইসলাম, মুফতি আবদেরাব্বী সালাম, মুফতি যারওয়াত উদ্দীন, মুফতি ইয়াহইয়া শহীদ, মুফতি মাহতাব উদ্দীন নোমান, মুফতি হুসাইন বিন আবদুস সালাম, মুফতি মাসুদুর রহমান, মুফতি ইমরান, মাওলানা জাফর সাদেক, মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন, মাওলানা উবায়দুর রহমান, মাওলানা আবদুল আলীম ফরিদী, মাওলানা হাবিবুল্লাহ, মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান, মাওলানা শফিকুল ইসলাম, মাওলানা বাহরুল্লাহ নদভী, মুফতি সাইফুল ইসলাম, মুফতি রিয়াজুল ইসলাম, মাওলানা মাহবুবুর রহমান, মুফতি মোহাম্মদ উল্লাহ, মাওলানা শফিকুল ইসলাম, মাওলানা আবুল ফাতাহ, মাওলানা হাবিবুল্লাহ মাহমুদ, মুফতি নাঈম, মাওলানা তামজিদ, মাওলানা জামিল আহমদ, মাওলানা শওকত সরকার, মাওলানা আমির হামজা, মাওলানা শরফউদ্দীন, মাওলানা তৈয়ব উল্লাহ, মাওলানা আবদুর রহীম গাজীপুরী, মাওলানা মুহাম্মদ জুনাইদ, মাওলানা ওয়াহিদুল ইসলাম, মাওলানা হাবিবুর রহমান খান, মুফতি আনোয়ার আমির, মাওলানা মুজাহিদ আলী, মাওলানা আবূ সুফিয়ান, মাওলানা নোমান আহমদ, মাওলানা আবিদুর রহমান, মাওলানা আবদুস সালাম, মাওলানা আসাদ, মাওলানা যাকারিয়া , মাওলানা মারূফ আল জাকির, মাওলানা ফারুক হোসাইন, মুফতি মুতিউর রহমান, মাওলানা সুলতান, মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান, মাওলানা আবদুর বারী, মাওলানা নূরুদ্দীন, মাওলানা আবদুল হাকিম, মাওলানা ইসরাফিল, মাওলানা আবদুশ শাকুর, মাওলানা জহির বিন রুহুল, মাওলানা জুবায়ের আহমদ, মাওলানা মামুন, মাওলানা সাইদুর রহমান, মাওলানা উমর ফারুক, মাওলানা সালমান হোসাইন, মাওলানা মাকসুদুর রহমান, মাওলানা কারী ইসমাঈল হোসেন, মুফতি আহমাদুল্লাহ, মাওলানা হেলাল উদ্দীন, মাওলানা মোশাররফ হোসাইন, মাওলানা মুশতাক আহমদ প্রমুখ।